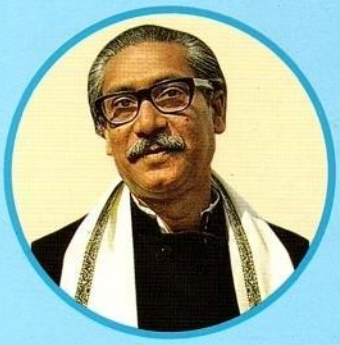

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন
২০০৯-২০১৮

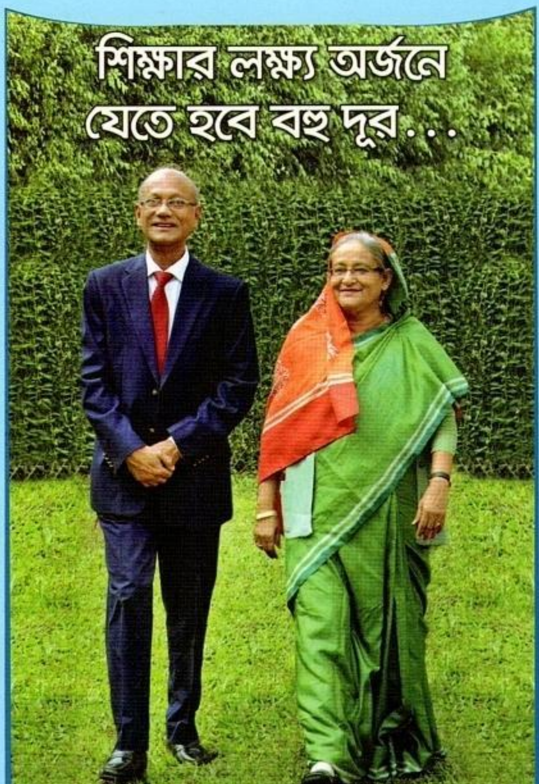

নুরুল ইসলাম নাহিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন

২০০৯-২০১৮

নুরুল ইসলাম নাহিদ

মন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেপ্টেম্বর ২০১৮

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন (২০০৯-২০১৮)

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ী করতে এস.ডি.জি. ৪ অনুযায়ী শিক্ষার কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার পর্যায়ক্রমে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার তার বিগত মেয়াদের ধারাবাহিকতায় বর্তমান মেয়াদেও নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকল্প-কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের অনেক ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নে বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০১৮ সময়পর্বে যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন আজ সারাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃত। বিশ্ব সমাজের কাছে প্রশংসিত। বিশ্বের বহু দেশ বাংলাদেশকে অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করছে।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ সমমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতায় গড়ে তোলার কঠিন লক্ষ্য নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাত্র ১০ বছরে দেশ আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। আমরা সকলের সহযোগিতা চাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- শিক্ষার মানোন্নয়নসহ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা - জবাবদিহিতা ও শিক্ষার সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
- ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, এবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এস.এস.সি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬ হাজার ৮৯৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৯০ হাজার ১৬২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ২০১০ থেকে ২০১৮ সন পর্যন্ত সর্বমোট ২৬০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯১ হাজার ২৯০ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ২০১০ সন থেকে বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে সর্বপ্রথম এ পর্যন্ত ৩ হাজার ২৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে ২৭ হাজার ৮১১টি ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এর পূর্বে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কোন উদ্যোগ ছিলনা।
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে সর্বপ্রথম প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো) ৮২ হাজার ৮৯৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে নিজ নিজ মাতৃভাষায় মুদ্রিত ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৫৮টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে প্রায় ৯৯% শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং ঝরেপড়া বন্ধ করে সকলকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০১৫ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রী সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
- সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৭৩% ছাড়িয়ে গেছে।
- ঝরেপড়া রোধে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দুপুরে টিফিন প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ প্রসারিত হচ্ছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। স্কুল ও মাদ্রাসায় ১ জানুয়ারি এবং কলেজে ১ জুলাই ক্লাস শুরু, ১ নভেম্বর জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা, ১ ফেব্রুয়ারি এস.এস.সি./দাখিল/এস.এস.সি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা, ১ এপ্রিল এইচ.এস.সি./আলীম/এইচ.এস.সি (ভোকেশনাল)/এইচ.এস.সি (বি.এম) পরীক্ষা

শুরু এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত সাড়ে ৯ বছরে একবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

- পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করা এবং পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টি-মিডিয়া ক্লাস মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে অন-লাইন এ ড্যাশ বোর্ড চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।
- শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র' (১৫ খন্ড) তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স হতে প্রকাশিত গ্রন্থমালা প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন ও সংরক্ষণার্থে বিতরণ করা হয়েছে।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজরিত ভারতের শান্তি নিকেতনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে এ ভবন উদ্বোধন করেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর শীতকা-লীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত এবং সেরাদের পুরস্কার দেয়া হয়।
- দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি বছর জাতীয় 'শিক্ষা সপ্তাহ' কর্মসূচি পালন করে আসছে।
- বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি; উপবৃত্তি ও মেধাবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষায় ঝরে পড়া হ্রাস ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর 'জনবল' কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮' জারীকরণ;
- **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তকরণ**

জাতীয় সংসদের ২০১৮ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি দেশের জন্য অনন্য এক অর্জন। **২০০৯ সাল থেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ভাষণকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভূক্তির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল**। অবশেষে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশন চলাকালে গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি ইউনেস্কো'র 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়'। (পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪, প্যারা ১৯.১৪, ৭ জানুয়ারি, ২০১৮)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

- প্রায় ২৭ বছর পরে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৪৪টি বিষয়ে নতুন ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩৪০টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তিসহ নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির ৪১টি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (life skill based education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি.) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জে.ডি.সি.) পরীক্ষায় চারু ও কারুকলা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ২০১৩ সালে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির সকল ধর্ম বইয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' নামকরণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিষয়বস্তু লেখা হয়েছে।
- মুখস্থ ও নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল শিক্ষাক্রমকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আনাসহ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ICT শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বৃত্তি, উপবৃত্তি ও মেধাবৃত্তি

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা সমতা বিধানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপবৃত্তির টাকা অনলাইনে প্রদান করছে। ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মাধ্যমিক স্তর হতে স্নাতক

(পাস) সমমান পর্যায় পর্যন্ত ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮ হাজার ৯২১ জন শিক্ষার্থীকে ৫৩১৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর মাধ্যমে Stipend Harmonization Study বিষয়ক মাধ্যমিক শিক্ষা সেক্টরে উপবৃত্তি বিতরণের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির হার, শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি সহজীকরণ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মেধাবৃত্তির আওতায় প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত) ও অটিস্টিক উপবৃত্তি এবং পেশামূলক উপবৃত্তি বিষয়ক তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত মেধাবৃত্তির আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪০১ জন শিক্ষার্থীকে ১২০৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' হতে স্নাতক (পাস/সমমান) স্তরের ৭ লাখ ৪৬ হাজার ১৯২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১১ কোটি ১৬ লাখ ৪৮ হাজার ৯শ ৪০ টাকা উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে।
- এ ট্রাস্টের আওতায় ৩২৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সর্বমোট ৮ লাখ ২৬ হাজার টাকা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১৭ জন শিক্ষার্থীকে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।
- 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' থেকে এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বৃত্তির আওতায় প্রতিজন পি.এইচ.ডি. গবেষককে প্রতিমাসে ১৫ হাজার টাকা এবং এম.ফিল. গবেষককে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়।
- মা সমাবেশ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার ফলে অভিভাবকরা তাদের কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আইসিটি শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে আই.সি.টি.'র ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ৬৪টি জেলায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন এবং ICT for Pedagogy

কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে আই.সি.টি. ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলছে;
- সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৩১,০০০ (একত্রিশ হাজার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসা) ছাত্র-শিক্ষক, অবকাঠামো ও ভূমিসহ যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে তথ্য ভান্ডার ও বিনির্মাণ করা হয়। যে কোনো স্থান হতে যে কেউ উক্ত তথ্য ভান্ডার হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানতে পারে।
- বাংলাদেশের সকল সরকারি কলেজ ও বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের এবং সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত শিক্ষকদের তথ্য আপডেট ও সংরক্ষণ, গ্রেডেশন করা, বদলি-পদায়নসহ যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হয়।
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি কলেজ, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস এবং আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অনলাইন বদলি ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।
- College Management Information System (CMIS) এর মাধ্যমে (ঢাকা মহানগর ব্যতীত) বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক ও সহকারি অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- Performance Based Management (PBM) পদ্ধতির আলোকে Institutional Self Assessment Summary (ISAS) Ranking এর ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রতি বছর এ, বি, সি, ডি এবং ই ক্যাটাগরির মানদন্ড অনলাইনে নির্ধারণ করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক স্ব- মূল্যায়ন (ISAS) প্রতিবেদনের ৭টি ইন্ডিকেটর এবং ৪৫টি সাব ইন্ডিকেটর এর মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান নির্ধারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইএসডিপি) প্রকল্পের আওতায় মাউশির EMIS Cell কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৭টি মডিউল (সফটওয়্যার) প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে শহর থেকে গ্রামের বিদ্যালয় পর্যন্ত সকল অংশীজনদের Online Service সেবা প্রদানের সুযোগ

প্রদান করায় কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও Message Communication Software এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

- সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে (১৪টি TTC এবং ৫টি HSTTI) ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে আদান প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমেও সরবরাহ করা হয়। ক্লাসরুম ও উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেকটিভিটি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- Message Communication Software এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম কার্যকর ও আনন্দময় করতে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২ হাজার ৬৬৭টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষার মানবৃদ্ধির জন্য শিখণ কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সনের ২০ মে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম উদ্বোধন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মনিটরিং এর জন্য on-line এ Dash Board চালু করা হয়েছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৮৩টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আই.সি.টি. প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে ৪৮ হাজার মাল্টিমিডিয়া ও স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আই.সি.টি.'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১ হাজার ৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে ৫ লাখ ২০ হাজার ৮২০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত কর্ম

ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রতিটি সরকারি কলেজে আই.সি.টি. শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি এবং ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে এ পদগুলোর পদায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত আই.সি.টি. বিষয়ে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল ক্রয় কার্যক্রম ই.জি.পি.'র মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ ও তার অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থাসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চলছে।
- মন্ত্রণালয়ের বিভাগদ্বয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থাসমূহে প্রজ্ঞাপন জারি, চিঠিপত্র আদান-প্রদান, রেজিস্ট্রেশনসহ সকল কার্যক্রম অনলাইনে করা হয়।
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে (মোবাইলে এসএমএস ও ওয়েব সাইট) প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ পেপারলেস ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ক্লাসরুম ও উপযুক্ত শিখন-শেখানো পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে ই-সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের সহজ ঋণ সহায়তায় ৪তলা ভিতে ২তলা ভবন নির্মাণ করে উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬০ UITRCE নির্মান কাজ শুরু হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট সকল উপজেলায় UITRCE নির্মাণ করা হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.)

- প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এন.সি.টি.বি.র।
- পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়ে Interactive Digital Text তৈরি করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.) কর্তৃক ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে সকল ধরনের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হচ্ছে।
- এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ৬২টি বাংলা ভার্সন, ৫০টি ইংরেজি ভার্সন এবং প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি বাংলা ভার্সন ও ২৩টি ইংরেজি ভার্সন আপলোড করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত দেশের প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি, মাধ্যমিক স্তরের ৪৯টি, মাদ্রাসা শিক্ষার ৭৫টি এবং কারিগরি শিক্ষার ৩২টি পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহার যোগ্য ই-বুক এ কনভার্ট করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- আইসিটি লার্নিং সেন্টারে ব্যবহারের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.) প্রণীত ও প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য ছয়টি (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও গ্লোবাল স্টাডিজ ও আইসিটি) বিষয়ের উপর ই-লার্নিং মডিউল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ই-লার্নিং মডিউলগুলো আইসিটি লার্নিং সেন্টারের ল্যাপটপগুলোতে আপলোড করা থাকবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত তা ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি মডিউলগুলো অনলাইনেও রাখা হবে। ই-লার্নিং মডিউলগুলো সকল ধরনের ডিভাইস যেমন ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা যাবে।
- ই-লার্নিং মডিউল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষককে ৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে এ বিষয়ে যুগোপযোগী করার জন্য সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ৪টি বিষয়কে Interactive Digital Madrasah Textbook (IDMT)-তে রূপান্তর করা হয়েছে।
- সেসিপের আওতায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসইএসডিপি-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কারিকুলাম উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ব্যবহার বিষয়ে এযাবৎ ১,৬৬,০৫৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে বলা ও শোনার দক্ষতা অর্জনের জন্য লিসেনিং টেক্সট অডিও তৈরি করে এন.সি.টি.বি.'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ১ লাখ ২৯ হাজার ৬৩৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নায়েম কর্তৃক বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে দীর্ঘদিনের ব্যাকলক হ্রাস করা হয়েছে।
- নায়েমে স্যাটেলাইট মোডে প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশিক্ষণকে প্রশিক্ষণার্থীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- নায়েম কর্তৃক অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এসিইএম) এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্স অব এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এসএসসিই-এম)-এ প্রশিক্ষণার্থীগণের বৈদেশিক শিক্ষা সফর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- নায়েমের সকল প্রশিক্ষণে ডিজিটাল কনটেন্টের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নায়েমে শিক্ষা বিষয়ক ১২৫টি গবেষণা কর্মসম্পাদিত হয়েছে এবং গবেষণা কর্মের প্রতিবেদন সম্বলিত ১৮টি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০ এর ৩(১) এর ধারা অনুযায়ী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের ৮(১) ধারা মোতাবেক ভাষাবিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসহ ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন করেন।
- এ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জন্য ৪৪টি ক্যাটাগরির ৯১টি পদ সৃষ্টি করা হয়।

- ১১ মে ২০১২ তারিখে ইউনেস্কো'র মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা, ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে আইসেসকো মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজিরি এবং বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিদ আমাই পরিদর্শন করেন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) কার্যক্রম পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের একটি ওয়েবসাইট (www.imli.gov.bd) তৈরি করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর সমৃদ্ধকরণের আওতায় ভাষা-আন্দোলন ও ভাষা-শহিদদের দুর্লভ আলোকচিত্র, জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের আলোকচিত্র, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আলোকচিত্র, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ঘোষণাপত্র, ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিত্র ও বিভিন্ন ভাষার লিপির নিদর্শন, এশিয়ার ৫০টি এবং অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২০টি দেশের ভাষা-বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন স্থান পেয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, উপভাষা, বর্ণমালা/লিপি ও লিখনপদ্ধতি এবং তাদের জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় সংবলিত 'বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কর্মসূচির কাজ শুরু হয়।
- বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা, শ্রেণিবিন্যাস, ভাষিক গোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ, বর্তমান পরিস্থিতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা বিষয়ক মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪১৪ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়ামের নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অডিটোরিয়ামের শুভ উদ্বোধন করেন।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একযোগে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটসের স্বীকৃতি সনদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট এর স্বীকৃতি লাভ করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কো-র সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সংস্থাটির সাধারণ সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।
- ১০ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ ও লিথুয়ানিয়ার জাতিক ও ভাষিক সাদৃশ্যের মেলবন্ধন স্বরূপ The History of Lithuania বাংলা অনুবাদ লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার উদ্বোধন এবং লিথুয়ানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতা-প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর করেন ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং লিথুয়ানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এলেনা জোলানতা জাবের্সকাইতে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের কাজ চলছে।
- এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার-২ (এফ.এল.টি.সি.-২) প্রকল্পের আওতায় বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) ৩১টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিদেশিদের বাংলা ভাষা প্রশিক্ষণ এবং সেইসঙ্গে সবার জন্য বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার (এফ.এল.টি.সি) এর উদ্যোগে ইনস্টিটিউট এর ৪র্থ তলায় স্থাপিত হয়। বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ প্রশিক্ষণ ল্যাবে দেশি-বিদেশি প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে বাংলাভাষার যথাযথ ব্যবহার ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাই কর্তৃক 'সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাভাষার যথাযথ ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪র্থ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত অবকাঠামো নির্মিত হয়। অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজসহ লাইব্রেরি অটোমেশন, ভাষা-জাদুঘর ও আর্কাইভ ডিজিটাইজেশনের কাজ পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

- মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-১২শ গ্রেড) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে মান বজায় রাখতে Non Government Teachers Registration and Certification Authority (NTRCA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৫ সাল থেকে NTRCA বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনসহ বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) কর্তৃক ১৪টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে ৬ লাখ ৪ হাজার ৬শ ২২ জনকে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৫ সন হতে NTRCA শূণ্যপদের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)

- সেবা গ্রহীতাদের তথ্যের সহজ প্রাপ্যতার লক্ষ্যে তথ্য বাতায়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে ডাইনামিক ওয়েব সাইট চালু, ডিআইএ মোবাইল অ্যাপস, পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইথসহ সংযোগ, ল্যান ও ওয়াইফাই জোন স্থাপন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন এবং সিটিজেন চার্টারসহ দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া চালু করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং চালু, দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার, দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন: ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি, ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণশুনানী) গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৯৮১ সালে এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন সম্মেলন কক্ষ ছিল না। বর্তমান সরকারের আমলে একটি আধুনিক মানসম্মত ও ডিজিটাল সম্মেলন কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের নামানুসারে সম্মেলন কক্ষটির নামকরণ করা হয়েছে "শেখ রাসেল স্মৃতি সম্মেলন কক্ষ"। এটি ৩ জানুয়ারি

২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

- এ সরকারের আমলে এ অধিদপ্তরে কাজের গতিশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে:

  ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭২৩টি। এরপর এ সরকারের আমলে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন:

  ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬৮৫টি।

  ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩০৮টি।

  ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯১৬টি।

  ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০৩৫টি।

  ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩১০০টি।

- দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার নীচে এনে পিয়ার ইন্সপেকশন (Peer Inspection) চালুর জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সফটওয়্যারে ৩৬,৬৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৮,৫৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল আপডেট করা হয়েছে। পিয়ার ইন্সপেকশন (Peer Inspection)-এর ফলে পরিদর্শন কার্যক্রমও সহজীকরণ ও দ্রুততার সাথে স্বল্প ব্যয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রমও পরিচালনা করা যাবে। এছাড়া এক ক্লিকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য কর্তৃপক্ষ জানতে পারবেন ও মনিটরিং করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী দ্রুত সময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে। এতে সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে: নিশ্চিত হবে মান সম্মত শিক্ষা।

- এ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য অটোমেশন সফ্টওয়্যার প্রস্তুত চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ প্রক্রিয়া চালু হলে এ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সহজীকরণ ও দ্রুততার সাথে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প: ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগের মাধ্যমে পরিদর্শন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আইসিটি সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ডিআইএ কর্তৃক নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা প্রসার ও ইভটিজিং প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

- পূর্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় হতো না। বর্তমান সরকারের আমলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ টাকা সরকারি খাতে জমা দেয়ার সুপারিশ রাখা হয়েছে।

- ডিআইএ কর্তৃক জঙ্গিবাদ দমনের লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত দশ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩২৫টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারিকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৩১১টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণ এবং ২৯৫টি কলেজের ডিড অফ গিফ্ট সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮০ হাজার ৪০৬ জন, বেসরকারি কলেজের ১৭ হাজার ৪৫৮ জন এবং বেসরকারি মাদ্রাসার ৩৯ হাজার ৪০৬ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৭০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নন এম.পি.ও. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও.ভুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮' জারি করা হয়েছে।

- এম.পি.ও. ভুক্তি প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে এম.পি.ও. প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে।

- বর্তমানে বিকেন্দ্রিত এমপিও অনলাইনে হওয়ায় একজন শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানে বা ঘরে বসেই অনলাইনে এমপিওর জন্য আবেদন করে থাকেন এবং সেটি উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে যাচাই বাছাইয়ের পর আঞ্চলিক কার্যলয় হতে শিক্ষকের আবেদনকৃত এমপিওর অনুমতি মেলে। এতে করে এমপিও পদ্ধতির যে জটিলতা ছিল তা বহুলাংশে দূর এবং শিক্ষকদের ভোগান্তি ও অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

- সেসিপ-এর আওতায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিও বিতরণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে (আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, পরিদর্শক, প্রোগ্রামার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা) অনলাইন এমপিও ও জনবল কাঠামো বিষয়ে একবার বেসিক প্রশিক্ষণ ও দুইবার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এম.পি.ও. ভুক্ত প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) কর্মরত প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ শিক্ষক, কর্মচারীর বেতন-ভাতা অনলাইন প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হচ্ছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকেও ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী শতভাগ বেতন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে ১ হাজার টাকা ও বাড়িভাড়া ৩০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট

- এম.পি.ও. ভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরোত্তর সুবিধা প্রাপ্তির সমস্যা নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত অবসর সুবিধা বোর্ড হতে ৫৯ হাজার ৪১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ২ হাজার ৩ শ ৬১ কোটি ৬৭ লাখ ৮৩ হজার ৮৮৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- অবসর প্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭৪ হাজার ৯৩১ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে ১ হাজার ১শ ২০ কোটি ৯২ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অবসর সুবিধা বোর্ডের জন্য সিডমানি হিসেবে ৫০০ কোটি ও ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১শ ৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের আবেদন অনলঅইনে গ্রহণ ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এণ্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

- সেকায়েপ প্রকল্পের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার ২১৫টি উপজেলার ০৯ হাজার ৬২৫টি বিদ্যালয়কে অনলাইন মনিটরিং-এর আওতায় আনা হয়েছে।
- এস.এস.সি. ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পি.এম.টি. (Proxy Means Testing)-ভুক্ত ৬ লাখ ৩১ হাজার ৭শ ৫৯ জনকে ১ হাজার ৫শ টাকা হারে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি উপজেলায় সেকায়েপ প্রকল্পভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত এ পর্যন্ত ১০ হাজার ২শ ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (২টি স্কুল এবং ১ টি মাদ্রাসা) ১ লাখ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।
- সেকায়েপ-এর আওতায় জে.এস.সি. পরীক্ষায় জি.পি.এ.-৫ প্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থী এবং ৭ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৬৫ হাজার ৮৪২ জনকে ১ হাজার টাকা হারে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- সেকায়েপ-এর আওতায় সারা দেশে সর্বমোট ৯ হাজার ৭৪৭ জন অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ লাখ ২০ হাজার ৯৪ টি অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হয়েছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫,৫০৪ জন শিক্ষার্থীকে ১০০০ টাকা করে Best Student Achivement Award প্রদান করা হয়েছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে PMT SSC Pass Award ৬,৩১,৮১১ জন শিক্ষার্থীকে ১৫০০টাকা করে PMT SSC Pass Award প্রদান করা হয়েছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে Institution Achivement Award ১০,২১১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০ টাকা করে 'প্রতিষ্ঠান ইনসেনটিভ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাচিত বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য বিশেষ ওয়াশ ব্লক তৈরী করা হয়েছে এবং ওয়াশব্লক ব্যবহারের জন্য ওয়াশ ব্লকের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে Rain Water Harvesting System এর মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নির্বাচিত বিদ্যালয়ের Water Filter এর মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস কর্তৃক মোবাইল মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত সকল বিদ্যালয়ে কম্প্লাইয়েন্স ভেরিফিকেশন ও পিএমটি ভেলিডেশন নিশ্চিত করা হয়েছে।

জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্প

- জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্পের মাধ্যমে Adolescents-Sexual and Reproductive Health and Rights (A-SRHR) বিষয়ে এবং Gender Based Violence প্রতিরোধ বিষয়ে ১০-১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়:সন্ধিকালবান্ধব সেবা প্রদান ও লিঙ্গ সমতাভিত্তিক আচরণ এবং পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরির সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ ছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে "অ্যাডোলেসেন্ট কর্নার" গঠন করা হয়েছে যেখানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের বয়সোপযোগী গেমস খেলতে পারবে এবং শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালীন নানা সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ ও তাদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পাবে।
- জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্পের মাধ্যমে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং ৪টি জেলায় প্রথমবারের মতো ২১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য Secondary Education Sector Investment Program (SESIP)-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১ হাজার ৪শ ৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সেসিপ-এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক সুপারভিশন এবং বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে কাজ করার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক ও ১৮টি সহকারী পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নিয়োগকৃত এ সকল কর্মকর্তা পিবিএম এর আলোকে কাজ করে যাচ্ছেন।
- সুবিধাবঞ্চিত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকস্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সেসিপ-এর আওতায় ২০১৮ সালে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১০০০ জন রিসোর্স টিচারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে পূর্ববর্তী সেসিপ, এসইএসডিপি এবং এফএসএসএপি-২-এর আওতায় আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ১৪৬ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪০ টি বিদ্যালয়কে এমপিও-ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ১৬ টি বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান করা।

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি বেসরকারি কলেজে প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুলের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পিডিএস এর জন্য সফটওয়্যার তৈরী করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীদের তথ্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- ইতোমধ্যে সেসিপের বার্ষিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর ৪টি লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট সুসম্পন্ন হওয়ায় ডিসবার্সমেন্ট লিংক ইন্ডিকেটর (ডি.এল.আই.) অর্জিত হয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৭.৫৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১৪২ কোটি ১১ লাখ ৯৬ হাজার ৮৪০ টাকা) জমা প্রদান করেছে।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ক কয়েকটি নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:
  - শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত National Curriculum PolicyFrame Work (NCPF) প্রণীত হয়েছে যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
  - মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন হার ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলমান উপবৃত্তি কর্মসূচিগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে Harmonized Stipend Program (HSP) এর একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
  - মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং বিভিন্ন প্রবণতা বিশ্লেষণ করে প্রথমবারের মত সেসিপ-এর আওতায় Annual Sector Program Report (ASPR) for ২০১৭ প্রকাশিত হয়েছে।
  - সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া Education Institution Construction Policy Guideline (EICPG) প্রণীত হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং সুবিধাভোগীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে National Assessment Center (NAC) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধারণপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Secondary Teacher Development Policy (STDP) - এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

◆ সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকগত শিক্ষার সাথে জীবনদক্ষতার সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করানোর লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় ৮১,৮৪৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ কর্মসূচি চলমান থাকবে।

◆ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি অভিন্ন সাধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। এই পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ফলাফল উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি গৃহীত পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠান-সমূহকে সহায়তা প্রদান। কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসইএসডিপি-এর আওতায় ২০০৯ সাল থেকে ১৯৫৭ জন কর্মকর্তাকে এবং সেসিপ-এর আওতায় ২০১৪ সাল থেকে ৭২,১৬৭ জন শিক্ষককে পিবিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

◆ সেসিপ-এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে (প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ বিদ্যালয়ে) Teacher Implementation অনুযায়ী ১ হাজার শিক্ষক দেওয়া হয়েছে।

◆ ২০১০ হতে ২০১৮ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক এর ২৫৭৫টি নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ায় কর্মস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

◆ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য Secondary Education Sector Investment Program (SESIP)-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১ হাজার ৪শ ৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

◆ সেসিপ-এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক সুপারভিশন এবং বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে কাজ করার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক ও ১৮টি সহকারী পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নিয়োগকৃত এ সকল কর্মকর্তা পিবিএম এর আলোকে কাজ করে যাচ্ছেন।

টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই)

◆ টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) প্রকল্পের মাধ্যমে চর, হাওর-বাওর, বন্যাদুর্গত/সিডর/আইলাআক্রান্ত এলাকাসমূহে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে রুটিনের বাইরে নিয়মিত নিরাময়মূলক ক্লাস আয়োজন করা হয়েছে।
- নিরাময়মূলক ক্লাস গ্রহণের জন্য ৩০টি জেলার ৮৩টি উপজেলায় ১ হাজার ১শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২ হাজার ২শ ৯০ জন শিক্ষককে মাসিক ২ হাজার টাকা হারে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত এলাকাসমূহের সরকারি, বেসরকারি, এম.পি.ও.ভুক্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণকে সরকারি টিটিসিতে এক বছর মেয়াদি বি.এড. কোর্স সম্পন্ন করার জন্য মোট ২০৪ জন শিক্ষককে মাসিক ৩ হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান চলমান রাখতে বিকল্প শিক্ষকদের এককালীন ১০ হাজার টাকাসহ মোট ৮৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- টিকিউআই-২ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ৯ম-১০ম গ্রেড-এ পাঠদানকারী শিক্ষকদের কন্টিনিউয়াস প্রফেসনাল ডেভেলাপমেন্ট (CPD) প্রশিক্ষণ পরিচালনা। ৮টি বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ৮টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১শ-১২শ গ্রেড-এ পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য ১১টি বিষয়ের CPD প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য ৭টি বিষয়ের (বাংলা, ইংরেজি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও গণিত) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ করা হয়েছে।

- টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার জন্য নতুনভাবে বি.এড কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিকুলাম সংস্কার কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

- ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে ইংরেজি বিষয়ে, রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে গণিত বিষয়ে এবং সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বোচ্চ দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য) Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে Policy Guidelines on Recognition of Prior Learning (RPL)-এর আওতায় এমন একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের যে সকল শিক্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, গবেষণালবদ্ধ জ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করবে তাঁদেরকে একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

- টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে Policy Guidelines on Secondary Teacher Competency Standards-এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য ৪টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমনঃ (i) Professional Knowledge or Content Knowledge (ii) Professional Practice or Pedagogical Knowledge (iii) ICT Integration in Teaching Profession or Use of Technology (iv) Professional Learning Ethics and Moral Values এই ৪টি ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ৪ ধরণের শিক্ষকের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। যেমনঃ (i) Begining Teacher (ii) Developing Teacher (iii) Advanced Teacher (iv) Expert Teacher. এই দক্ষতাগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক Begining Teacher থেকে Expert Teacher-এ পরিণত হবেন এবং এ দক্ষতাগুলো `Secondary Teacher Career Path' এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

- টিকিউআই-২ প্রকল্প Inclusive Education Framework বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। Inclusive Education এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মহিলা শিক্ষক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করা হচ্ছে।

- টিকিউআই-২ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ০৯টি এবং ২য় পর্যায়ে ৬টি ইনোভেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (আইডিএফ) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩য় পর্যায়ে ৫টি আইডিএফ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদানের নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- TQI-II প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) ই-ম্যানুয়েল প্রণয়ন এবং ছয়টি বিষয়ে (ইংরেজি, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান) ই-লার্নিং উপকরণের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৩৫ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষক সংখ্যা ১৩ হাজার ১১২জন যার মধ্যে মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২ হাজার ৭৬৩ জন (২১%)।

- টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে Secondary Teacher Career Path' ও Demand and Supply of Teachers' শীর্ষক গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে। 'Secondary Teacher Career Path' এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত সোপান তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কস্ট মডেলিং করা হয়েছে যা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও কর্মসন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে।

- TQI-II শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হাডওয়্যার এবং ট্রাবলশুটিং এবং এ্যাডভান্সড আইসিটি ট্রেনিং প্রদান করছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে ই-ম্যানুয়েল (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন এবং ছয়টি বিষয়ে ই-লার্নিং (ইংরেজি, গণিত, হিসাববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান) উপকরণ উন্নয়ন ও প্রস্তুত করা হয়েছে। সকলক্ষেত্রেই উপকরণসমূহ অনলাইনে ওয়েবসাইটে, মোবাইল ডিভাইসে ডাউনলোড করে অফলাইনে এবং একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ও শিক্ষার্থীগণ এককভাবে ও দলগতভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া ই-লার্নিং এবং ই-ম্যানুয়েলসমূহ এনসিটিবির ওয়েবপোর্টালসহ ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল ও ২৭টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার ব্যবহার করা যাবে। উলেখ্য যে, এসকল উপকরণের বাইরেও বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগণ যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (এনটিইসি)

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের আদর্শ মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) গঠন করে তা কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে NTEC'র সাংগঠনিক কাঠামো ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক এটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমর্যাদা উন্নয়ন ও পদসৃষ্টি

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পদোন্নতি বঞ্চিত ৪২০ জন সহকারী শিক্ষক দীর্ঘ ২৭ বছর একই পদে থাকার পর ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষক ১৯৬ জন, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ১৭২ জন এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ৫২ জন।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কর্মরত মোট পদের ৫০% পদ ৮ (আট) বছর চাকরি পূর্তিতে সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকা পদবীতে (৯ম গ্রেডে) উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের চাকুরি ৮ বছর পূর্তিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৩,৮৮২টি পদ ১ম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগর সংলগ্ন এলাকায় ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার আশেপাশে ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ননক্যাডার ১ হাজার ৫শ ১৮ জনকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ননক্যাডার ৪৫০ জনকে সরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে পদায়ন করা হয়েছে।
- ২০১০ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৯০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফ্‌ট চালু করা হয়েছে।
- ২০১০ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ৯০টি সহকারী প্রধান শিক্ষক এর পদ এবং ২১৩৫টি সহকারী শিক্ষক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ২০১৪ সালে ১৪টি প্রধান শিক্ষক এর পদ এবং ৩৩৬টি সহকারী শিক্ষক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সরকারি কলেজসমূহে পদ সৃষ্টি ও শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি

- ২০০৯ সাল থেকে এ পযন্ত সরকারি কলেজে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পর্যায়ক্রমে মোট ৮ হাজার ৬৬২ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৯ সালে থেকে এ যাবৎ সরকারি কলেজের মোট ৮ হাজার ৭৬৯ জন শিক্ষককে সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়েছে।
- সরকারি কলেজেসমূহের বি.সি.এস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরের (প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যায় পর্যন্ত) এবং বিভিন্ন বিষয়ের মোট ১২,৫৮৮টি সমন্বিত পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি কলেজের শিক্ষক সংকট দূরীভূত হবে এবং শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপক পর্যায়ের ৪র্থ গ্রেডের ৫২৪টি এবং ৩য় গ্রেডের ৭টি পদকে ২য় গ্রেডে উন্নীতকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- College Management Information System (CMIS) এর মাধ্যমে (ঢাকা মহানগর ব্যতীত) বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক ও সহকারি অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলীর আবেদন অন লাইনে গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গত ২০১৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজেক্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২ টি মডেল কলেজকে সরকারি কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

- অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন" করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি গ্রুপে প্রতিবছর দেশব্যাপী নির্ধারিত তারিখে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। প্রতিটি জেলা হতে ৩টি গ্রুপ ও ৪টি বিষয়ে নির্বাচিত সেরা মোট ১২ জন করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অতঃপর ৮টি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরীকে

একটি বিভাগীয় ইউনিট ধরে ৩টি পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৩ জন করে ৪টি বিষয়ে প্রতি বিভাগে মোট (৩x৪)=১২ জন হিসেবে সর্বমোট (১২x৯)= ১০৮ জন সেরা মেধাবী নির্বাচন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এই ১০৮ জন প্রতিযোগী থেকে ৪ বিষয়ে ১ জন করে ৩ শ্রেণিতে মোট ১২ জন সেরা বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। সেরা ১২ মেধাবীরা প্রত্যেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং বিদেশে সফরে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রত্যেককে নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) প্রদান করা হয়।

- ইনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম এর আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ইনোভেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই-এর সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পাঁচ দিনব্যাপী বগুড়া ও বরিশালে ৩ টি "ইনোভেশন ইন সার্ভিস ডেলিভারি" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ৩টি কর্মশালায় ১৭ (সতের) টি ইনোভেশন আইডিয়া দাখিল করা হয়।
- মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরকে মূল্যায়নের আওতায় আনার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের বইমুখী করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেণি শিক্ষককে সৃজনশীল পদ্ধতিতে দক্ষ করার লক্ষ্যে এসইএসডিপি-এর আওতায় ৪,৪২,০৯১ জন এবং সেসিপ-এর আওতায় ৬৭,৪৬৫ জনসহ এযাবৎ সারাদেশের মোট ৫,০৯,৫৫৬জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সেসিপের আওতায় পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখন ফলের যথাযথ অর্জন যাচাইয়ের নিমিত্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনুসৃত Blooms Taxonomy অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান পরীক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং বহির্বিশ্বে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের সাথে তুলনার মাধ্যমে ২০১০ সাল হতে পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতি চালু করা হয়।
- পাবলিক পরীক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য গত ১-২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদদের নিয়ে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী ২০১৭ সাল হতে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মশালার সুপারিশ মোতাবেক পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ

- সেসিপ এর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ২০ হাজার বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং ১০ হাজার বিদ্যালয়ে টিচিং এইড সরবরাহ করা হয়েছে।
- সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারি কলেজসমুহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে (৮৮টি) ও উপজেলা পর্যায়ে (১১২টি) অবস্থিত মোট ২০০ টি সরকারি কলেজে একাডেমিক ভবন (পরীক্ষার হলসহ) নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ, আইটিল্যাব, মাল্টি মিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও বিজ্ঞান গবেষণ-াগারের জন্য কম্পিউটার, আই-বোর্ড ও বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ করা সম্ভব হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে মোট ৫৫,০১৭ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলায় সদরে অবস্থিত বেসরকারি ৩২২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য গত ২০১৫ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- অটিস্টিকসহ সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অভিভাবক-শিক্ষক-সাহায্যকারীর সহায়তায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পশ্চাদপদ এলাকায় শিক্ষার মানোন্নয়ন

- SESDP প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের পশ্চাদপদ এলাকায় ৬৭ টি মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দৃষ্টিনন্দন ৩ তলা ভবন নির্মাণসহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সেকায়েপ (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় ২৫০ টি উপজেলায় তুলনামূলক পশ্চাদপদ স্কুলগুলোতে মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ৫,২০০

জন মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

- এসইডিপি-এর আওতায় আরো ১২ হাজার মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা আছে।

স্টুডেন্টস কেবিনেট

স্কুলে শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমন্ডলীকে সহায়তা করা;শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ছাত্র ছাত্রীর ভর্তি ও ঝরেপড়া (dropout) রোধে সহাযোগিতা করা; শিখন-শিখানো কাযক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ও মহানগরে মাধ্যমিক পর্যায়ের তিনটি প্রতিষ্ঠানে (১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহশিক্ষা), ১টি দাখিল মাদ্রাসা ও ১টি কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (যদি থাকে) মোট ১০৪৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন-২০১৫ উৎসবমুখর পরিবেশে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় সফলভাবে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন-২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে ২২,৮৮৯ টি প্রতিষ্ঠানের ১,৮৩,১১২টি পদের বিপরীতে ৩,২১,৮৪৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল এবং ভোটার ছিলো ৯৭,৪৪,৪৯৫ জন। ২০১৭ সালে ২২,৯০৯ টি প্রতিষ্ঠানের ১,৮৩,২৭২টি পদের বিপরীতে ২,৮৯,১৯৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল এবং ভোটার ছিলো ১,০৩,৯৮,৫৫১ জন। ২০১৮ সালে ২২,৬৪৪ টি প্রতিষ্ঠানের ১,৮৩,২৭২টি পদের বিপরীতে ২,৮৩,৩৩৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল এবং ভোটার ছিলো ১,০৩,৮৪,৩৪৮ জন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ছোটদের এ নির্বাচন সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার কার্যক্রম

- শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় ২৫০ টি উপজেলায় স্কুলের লাইব্রেরিয়ানদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ৮৪ টি বইয়ের ৮৫ লক্ষ কপি সুসংগঠিতভাবে পড়ানো হয়েছে।

- নিয়মিত বিশ্বসাহিত কেন্দ্রের সংগঠক ও পাঠকদের মাধ্যমে বই পড়েছে কিনা এবং বই পড়ে কি ধারণা লাভ করছে তার পরীক্ষা নিয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর ফলে খুবই উৎসাহের সাথে শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পটির মাধ্যমে আয়োজিত পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১১ হাজার ৯৮২টি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে ৮৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২৮৭টি কর্মসূচি বই সরবরাহ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার হিসেবে ৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪১২টি প্রোগ্রাম বই সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফলের ৩৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৬১টি অ্যাওয়ার্ড বই প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে আরও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে দেশে ৪৮টি পাবলিক ও ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে ৪২টি পাবলিক ও ৯২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য এবং নলেজ বেইজড সোসাইটি গড়ে তোলে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে।
- 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৭' এবং 'শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৭' ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়েছে এবং জামালপুরস্থ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দেশের উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য Accreditation Council Act 2017 প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।
- উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক এর সাথে যৌথ অর্থায়নে

২০৫৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার 'উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প (হেকেপ)' বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

- Bd. R.E.N. Trans Asian Education Network-এর (T.A.E.N.-II) সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারের দরজা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ১০২টি হলসহ সর্বমোট ৪২৭টি অবকাঠামো (প্রশাসনিক-একাডেমিক-আবাসিক-লাইব্রেরি-মেডিকেল সেন্টার-অডিটরিয়াম) নির্মাণ করা হয়েছে।
- কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে মালয়েশিয়াস্থ University of Nottingham ও বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্টনারশিপ চুক্তির আওতায় ৭শ কলেজ অধ্যক্ষ, ৭ হাজার কলেজ শিক্ষকসহ শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- ২০০৯ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত ২০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য মোট ১,৮৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রায় ২,৬৭৬ কোটি টাকার অপর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ানাধীন রয়েছে।
- ৩৪ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬১টি অত্যাবশ্যক ভবন নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭২টি একাডেমিক ভবন, ২০টি প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষার্থীদের জন্য ৭৯টি ছাত্রাবাস এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৯০টি আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে।
- ৭৯টি ছাত্র ছাত্রী আবাসিক ভবনে ৩৭০৯৩ জনের আবাসিক সুবিধা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত ৬৫টি ভবনে ১৯৭২ জন এবং কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ২৫টি ভবনে ১৯১৫ জনের আবাসন সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
- একাডেমিক ভবনসমূহের মধ্যে ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাব, অডিটরিয়াম ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মুক্ত আলোচনার সুবিধার্থে এম্পিথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্মিত ল্যাবসমূহে অতিরিক্ত ৩০ হাজার জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে পূর্বে স্থাপিত ল্যাবরেটরি সমূহকে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার

সফলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর Teaching & Learning facility, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধির মানসে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) -এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি রাউন্ডে ৫৩২টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। ইতোমধ্যে ৩৩৩টি উপপ্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯৬টি উপপ্রকল্পের কাজ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে সমাপ্ত হবে।
- উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য Project Management Monitoring System (PMIS) স্থাপন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন নতুন লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- প্রতিবছর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনুষদে সবোর্চ্চ নম্বর সিজিপিএ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের **'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক'** প্রদান করা হয়।

উচ্চতর গবেষণা ও উদ্ভাবন

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষে ২০০৯ সালে Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২০৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।
- HEQEP প্রকল্পের একাডেমিক ইনোভেশন কম্পোনেন্টের আওতায় ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪৪২টি উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে উপ-প্রকল্পের আওতায় একদল গবেষক নন-লিনিয়ার অপটিক্স গবেষণায় ক্যান্সার শনাক্তকরণের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। গত ৯ জুলাই ২০১৮ সালে এই উদ্ভবিত প্রযুক্তি "Method and System Based on Non-Linear Optical Characteristics of Body Fluids for Diagnosis of Neoplasia (Cancer)" শিরোনামে ইউএসএ ও বাংলাদেশে পেটেন্ট এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। ক্যান্সার শনাক্তকরণের এই নতুন পদ্ধতিটি ইতোপূর্বে কখনোই কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই আশা করা যায়, ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। এই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রিএজেন্ট ব্যবহার করতে হয়না এবং ক্যান্সার সনাক্ত করতে সময় লাগে কম। বর্তমানে এ জাতীয় পরীক্ষায় ৫-৭ দিন সময় লেগে যায় এবং আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু এই উদ্ভাবনের ফলে এখন আধা ঘন্টায় পাঁচশত

টাকা খরচ করেই ক্যানসার সনাক্ত করা যাবে।

- উচ্চতর গবেষণাখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছর গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি হতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তায় পাটের সেলুলোজ থেকে পরিবেশ বান্ধব পলিমার উৎপাদন করা হয়েছে। পাটের সেলুলোজ থেকে উদ্ভাবিত পরিবেশে দ্রুত মিশ্রনীয় পলিমারের বাণিজ্যিক উৎপাদন পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে যা পলিথিনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই পলিমারের তৈরি ব্যাগ সহজে মাটিতে মিলে যাবে ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবেনা।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় যে সকল উদ্ভিদের বংশবিস্তার হচ্ছেনা তাদের প্ল্যান্ট টিস্যুকালচারের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে দেশব্যাপি রোপন করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

- ২০০৯ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭৫৭.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য মোট ১০৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রায় ৭০৭.২৭ কোটি টাকার অপর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- সমাপ্ত ৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫টি অত্যাবশ্যক ভবন নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২৫টি আবাসিক ভবন, শিক্ষার্থীদের জন্য ৮টি হল (ছাত্রহল ৫টি ও ছাত্রীহল ৩টি) এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ২৯টি আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে।
- ৮টি ছাত্র ছাত্রী আবাসিক ভবনে অতিরিক্ত ৫ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসিক সুবিধা তৈরি হয়েছে।
- নির্মিত ল্যাবসমূহে অতিরিক্ত ৪ হাজার জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৮টি অত্যাবশ্যক ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। এরমধ্যে ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২১ তলা ভিতে ২১ তলা), ৯টি ভবনের

ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ আসন বিশিষ্ট ২টি ছাত্র হল এবং শিক্ষকদের জন্য ২টি ১১ তলা ভিতে ১১ তলাভবন (৪০টি ফ্লাট) নির্মাণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি (কর্মকর্তাদের জন্য ১৫২টি ফ্লাট ও কর্মচারীদের জন্য ১৫২টি ফ্লাট) টাওয়ার ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স)

- দেশে টেক্সটাইল সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে দক্ষ ও যুগোপযোগী প্রকৌশলী তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২০০৯-২০১৮ মেয়াদকালে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় গৃহিত উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ২০০৯ সালে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বস্ত্র শিল্পে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যে ২০১০ সালের ২২ ডিসেম্বর 'জ্ঞানই শক্তি' স্লোগানে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি-কে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় রুপান্তরের পূর্বে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে বুটেক্সের বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪০ জন। বর্তমানে তা ৬০০ জনে উন্নীত হয়েছে। তখন বিভাগ ছিল মাত্র ৪ টি আর বর্তমানে বিভাগ রয়েছে ৯টি। এছাড়া বুটেক্স এর অধিভুক্ত ৬টি কলেজের প্রতিটিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২০ জনে উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ও সার্বিক সহযোগিতায় ১২০৪টি পদের একটি অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হয়। অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ ছিল মোট ২৭৫টি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তমানে শিক্ষক পদ-৩৪০টি, কর্মকর্তা পদ- ২৬০টি এবং কর্মচারী পদ-৬০৪টি সহ মোটঃ ১২০৪ টি পদ অনুমোদিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় রুপান্তরের পরের বছর ২০১১-১২ অর্থ বছরে বুটেক্স এর রাজস্ব বাজেট ছিল ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯ কোটি টাকা।

বুটেক্স এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

- ১৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ১৩ তলা ভবন ও একটি ছাত্রাবাসসহ বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার কাজ চলমান আছে যা ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

- ১৫ তলা একাডেমিক কাম-প্রশাসনিক ভবন (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভবন) নির্মাণাধীন ।
- এ্যাক্রিডিটেড ল্যাব, এফএসডি ল্যাব, ওয়েট প্রসেস ল্যাব, ডাইস এন্ড কেমিক্যাল ল্যাব, সিসিআই লুম ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে।
- কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ল্যাব, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি, ওয়াই-ফাই, ইন্টারনেট সেবা চালুকরণ।
- ৬ তলা বিশিষ্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম হল নির্মাণ করা হয়েছে ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৬ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ হাজার বর্গফুট জমির উপর ১০ তলা বিশিষ্ট প্রাথমিক পর্যায়ে ৩টি স্থায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র (সকল বিভাগীয় শহরে) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ডাটাবেজ (TMIS) তৈরি করা হয়েছে। এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা এখন ৪৮ হাজার।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'সোনালী সেবা'র মাধ্যমে অনলাইনে যাবতীয় ফিস গ্রহণ, শিক্ষকদের সম্মানী প্রদান। কাউকে এজন্য এখন আর গাজীপুর আসতে হয় না।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ধানমন্ডিতে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর অফিস হিসেবে ২টি ভবনসহ ধানমন্ডিতে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ই-ফাইলিং প্রবর্তন করে প্রশাসনিক সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- রাজধানীর আগারগাঁও-এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি টাওয়ার ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ১৪তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবন, ৭তলা বিশিষ্ট আইসিটি ভবন, ৬-তলা বিশিষ্ট সিনেট ভবন, ১০-তলা বিশিষ্ট কর্মকর্তা আবাসিক ভবন,

১০-তলা বিশিষ্ট কর্মচারী ভবন নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলছে।

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে ১৯৫২-১৯৭১ সময়ের সচিত্র উপস্থাপনাসহ 'স্বাধীনতা' শীর্ষক ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (১০৪০ কোটি টাকা) CEDP প্রকল্প গ্রহণ। ৭০০ কলেজ অধ্যক্ষসহ ১৬,৫০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০১৬ সাল থেকে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের সকল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে ডিজিটাল কিউ ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা সম্বলিত ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠ কার্যক্রমে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সাল থেকে সারা দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের অংশ-গ্রহণে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও বিভাগ হয়ে জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজের পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামো, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ৩১টি পূর্ব-নির্ধারিত দক্ষতা সূচকের ভিত্তিতে (KPI) কলেজ পারফরম্যান্স র‍্যাংকিং প্রবর্তন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার পরিবেশ, সার্বিক অবকাঠামো ও মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বিশেষ করে বেসরকারী কলেজগুলোকে মডেল কলেজে উন্নীতকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' স্লোগান নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর ২ হাজার ৪৯ জন কলেজ অধ্যক্ষ এবং সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদসহ সমাজের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে প্রথম বারের মতো 'শিক্ষা সমাবেশ' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে ও নির্ভুলভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে সর্বাধিক নিরাপত্তা সম্বলিত আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে ইএমএস (Examination Management System) সফটওয়্যার ডেভেলাপ করা হচ্ছে।
- সারাদেশব্যাপী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হাই-কানেক্টিভিটির আওতায় এনে বিষয়ভিত্তিক ভবিষ্যৎমুখী কনটেন্ট তৈরি ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তা পৌছানোর ব্যবস্থা সম্বলিত লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলএমএস) গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)

২০০৯-২০১৮ সময়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)র আওতায় কর্মকান্ড:

- মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাউবি মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা করার জন্য গবেষণা ফেলোশিপ ও বৃত্তি চালু;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর সৈনিকদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক (need-based) সিলেবাসের মাধ্যমে এসএসসি এবং এইচএসসি প্রোগ্রাম (Niche Program) চালু;
- Online M.Ed প্রোগ্রাম চালু (বাস্তবায়নাধীন);
- ঘরে বসেই শিক্ষার্থীরা যেন সহজেই বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য মুদ্রিত বইগুলো পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রায় চারশত পঞ্চাশটি ই-বুক বাউবির ওয়েব সাইটে (www.bou.edu.bd) আপলোড করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের A2i প্রোগ্রাম ও KOICA এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাউবিতে ই-লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Online Admission and Result Management System প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ছয় লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য OSAPS এর মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থাসহ অনলাইন সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণের সুযোগকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাউবির সকল Learning Material কে Open Education Resources (OER) হিসাবে সকলের নিকট উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে।

- ইউজিসির সহায়তায় Quality Assurance Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বাউবি ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, ভাষাশিক্ষা, শিক্ষক ও গবেষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওপেন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য (OU, UK), ওপেন ইউনিভার্সিটি অব শ্রীলংকা (OUSL), চীনের উনান বিশ্ববিদ্যালয়, ওপেন ইউনিভার্সিটি অব মালেয়শিয়ার সাথে Memorandum of Understanding বা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বাউবিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জাতীয় নেতাদের অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে "স্বাধীনতা চিরন্তন"নামক মুর‍্যাল নির্মাণ।
- একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা অডিটোরিয়াম কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ।
- বাউবিকে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তরের লক্ষে গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে দুটি, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্রে দুটি করে মোট ছয়টি Interactive Virtual Class Room (IVCR) স্থাপন।
- শিক্ষক এবং অফিসারদের অফিসের কাজের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ।
- গোপালগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর ও মানিকগঞ্জ উপআঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।
- নিজস্ব জমিতে উপ আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সৈয়দপুর, মধুপুর এবং চাঁদপুরে জমি অধিগ্রহণ।
- "মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী" স্থাপন।
- বাউবিতে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নতকরণের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশ দূর শিক্ষণ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
- "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বাউবি'র মূল শিক্ষা উপকরণ হিসেবে প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগের মাধ্যমে ৪০০ এর অধিক বিষয়ের প্রায় ১২৬,৩৮,৮০০ সংখ্যক বই মুদ্রণ করে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা

- কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট যা ৯ বৎসর পূর্বে ১%এর কম ছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৫.১২% এ উন্নীত হয়েছে।
- ২০২০ সাল নাগাদ কারিগরি শিক্ষায় ২০% এনরোলমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ১২,৫০০ হতে ৫৭,৭৮০ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন ২০১৮ চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে National Technical Vocational Quality Framework (NTVQF) এবং Recognition of Prior Learning (RPL) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ১২টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (ISC) গঠন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০১০ সাল থেকে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যা দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম অনলাইন ভর্তি ব্যবস্থা।
- ১১৯টি প্রতিষ্ঠানে ৯৫০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে ১,০৯৯টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ই-মেইল যোগাযোগ চালুকরণসহ সকল প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) গঠন করা হয়েছে।
- ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- এসডিজি-৪ বাস্তবায়নের রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষায় জেন্ডার ভিত্তিক সমতা আনয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ বিশেষ টেকনোলজি ও ট্রেড প্রবর্তন করা হয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০% থেকে ২০% এ উন্নীত করা হয়েছে।

- স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) প্রকল্পের আওতায় সিংগাপুরস্থ নানিয়াং পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনালে এ পর্যন্ত মোট ১৩৭০ জন কারিগরি শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ৬৩০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- চীন স্কলারশীপ প্রোগ্রাম ২০১৭ এর আওতায় চীনের ১০ টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৫৮১ জন শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা/এসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে ৮৫০ জন শিক্ষার্থী প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) প্রকল্পের আওতায় ডিপ্লোমা পর্যায়ে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ১৫ জন শিক্ষার্থীকে (সকল মহিলা শিক্ষার্থীসহ) মাসিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বাবদ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২ শত ৮৫ জনকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- বেসরকারি ক্ষেত্রে ৪৫৭ টি পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউটসহ প্রায় ৭,৭৭৩ টি বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১৬৩০টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১৮,৬৬১ জন শিক্ষক কর্মচারীকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে।
- সরকারি পলিটেকনিকে ডাবল শিফট চালু, এসব প্রতিষ্ঠানে ২০০৮ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২,৩৭৫ বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবছর ৫৭,৭৮০ জনে।
- কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে ২০১০ সালে গৃহীত STEP প্রকল্প ২০১৯ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে অবশিষ্ট ২৩টি জেলায় বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, মৌলভীবাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৪টি পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ভবন স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক

ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা পলিটেকনিক, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ও বগুড়া ভি.টি.টি.আই.-এ ৩টি মহিলা হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে।
- ৮২টি প্রতিষ্ঠানের ভবনের গঠনমূলক সম্প্রসারণ ও ৪৬টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১০০ টি উপজেলায় ১০০ টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮৯টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা ও ভি.টি.টি.আই. বগুড়াতে ওয়ার্কশপ কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ভারত সরকারের অর্থায়নে ৪৯টি পলিটেকনিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান (অর্থের পরিমাণ ২৫৬১ কোটি টাকা) রয়েছে।
- কুমিল্লা ও রাজশাহী সার্ভে ইন্‌স্টিটিউট আধুনিকায়নসহ যশোর ও পটুয়াখালীতে নতুন সার্ভে ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নে স্কিলস-২১ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- DFID-UK এর সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কনস্ট্রাকশন এবং রেডিমেট গার্মেন্টস সেক্টরে ১ লক্ষ ২০ হাজার জনকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১,৬৭৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১৮,৪৯৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্পের আওতায় ৮,৩০৭ জন শিক্ষকের আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে ২০১৪ সাল হতে জাতীয় স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন করা হচ্ছে।
- সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৭২২ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ২ হাজারের অধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- পাঠদান আধুনিকায়নে ৩১টি ই-বুক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষায় স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে টি.ভি.ই.টি. (TVET) মহা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চায়না TVET স্কলারশিপে ২০১৭ সনে ৩০৭ জন শিক্ষক চীন গমণ করেছেন। ২০১৮ সনে ৮৫০ জনের গমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে।
- চাকুরি বাজারের চাহিদা উপযোগী ২৪ টি ইমার্জিং টেকনোলজি চালু করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুশন এডভাইজরি গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন চলমান আছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) অনুসরণ করা হচ্ছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে স্কিলস-২১ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষামান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Qualification Framework (BQF) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৫ তলা বিশিষ্ট কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ৩ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান আছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের জন্য 'বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স' এবং ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের জন্য 'বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স' চালু করা হয়েছে।

- NTVQF এর অধীনে ৪৪,১৩৫ জনকে পূর্ণাঙ্গ সনদ এবং ১৪,৮৭০ জনকে Statement of Achievement সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- কারিগরি বোর্ডের অধীনে ২৯,৭২৩ জনকে RPL এর মাধ্যমে সনদায়ন করা হয়েছে।
- বোর্ডের অধীনে ১২৭টি অক্যুপেশনে ৩১২টি স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করা হয়েছে।
- বোর্ডের অধীনে জব মার্কেট NTVQF সনদায়নের ম্যাচিংয়ের বিষয়ে একটি স্ট্যাডি করা হয়েছে।
- আইএলও-এর অর্থায়নে বি-সেপ প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার-সমতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪৬৪ জন কারিগরি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- STEP প্রকল্পের আওতায় ২৪,৬২৬ জনকে RPL প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ৪৭১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে Industry-Institute Linkage সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৪ সাল হতে নিয়মিতভাবে জব ফেয়ার আয়োজন করা হচ্ছে।
- কারিগরি শিক্ষায় গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি 'রিসার্চ ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট সেল' চালু করা হয়েছে।
- এটুআই (a2i) প্রকল্পের সহায়তায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনসহ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রতিবছর কারিকুলাম আপডেট করা হচ্ছে।
- ২১টি আই-বুক প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি আই-বুকে ব্যবহারিক ক্লাসের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।
- বোর্ডে ৫০০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

- বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হলো মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।
- SDG-4 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন ২০১৮-এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে online M.P.O. সার্ভিস নিশ্চিত করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকরণের জন্য Establishment of Multimedia Classroom for Madrasah in Bangladesh নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১০০ টি নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইবতেদায়ী পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তি প্রদান এবং দাখিল হতে কামিল শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
- 'Feeding Project for Ebtedayee Student' প্রকল্পের DPP প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১২৬৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৫টি মাদ্রাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২৮১ টি মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ৩৫টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসা হিসেবে ঘোষণা করে এসবে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত ৯,৩৯৭ টি মাদ্রাসায় ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।
- ওয়েবসাইট পরিচালনা ও আপডেট করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকল মাদ্রাসার শিক্ষকদের ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে।
- Asian Development Bank (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত

মাদ্রাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

- মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে যুগপোযোগী শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে।
- **আলেমদের শত বছরের দাবি অনুযায়ী ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।**
- **কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কওমি মাদ্রাসা সমূহের দাউরায়ে হাদিস (তাকমীল) এর সনদকে মাষ্টার ডিগ্রী (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।**

ভৌত অবকাঠামো (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা)

- বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ফ্যাসিলিটির ডিপার্টমেন্ট' নামে যে প্রকৌশল বিভাগ ছিল তা অত্যন্ত দুর্বল, ব্যর্থ ও দুর্নামগ্রস্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবর্তন করে সৎ ও দক্ষ জনবল দ্বারা পুনর্গঠন করে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর দুর্নামগ্রস্ত নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামে একটি দক্ষ, সৎ ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৯,৯৪৮.০৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ১০ হাজার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২ হাজার ১১৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১১ হাজার ৪৯৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে যা ২০২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে। যার ব্যায়ের পরিমাণ হবে ৪২ হাজার কোটি টাকা।
- এছাড়া ৪ হাজার ৬৯৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২ হাজার ৯৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত কাজ এ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।
- দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক, আবাসিক, গবেষণাকেন্দ্র ও লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ, সংস্কারসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করণে ব্যানবেইস এর আওতাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১২৫ টি উপজেলায়

ইউ.আই.টি.আর.সি.ই. নির্মাণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬০টি উপজেলায় ইউ.আই.টি.আর.সি.ই. নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০০ টি বেসরকারি কলেজে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৭৫৯টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৭৪১টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পভুক্ত ১৫০০টি কলেজের ৬৮০টি কলেজে ক্লাসরুমের আসবাবপত্র সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে ও বাকী ৮২০টি কলেজে ক্লাসরুমের আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সরকারি কলেজে (প্রতিটি জেলায় ১টি করে, ব্যতিক্রম ঢাকা জেলায় ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি) মোট ২১৯টি নতুন ভবন নির্মাণ এবং ৭৯ টি হোস্টেল ভবন (৫৮টি ছাত্রী হোস্টেল এবং ২১ টি ছাত্র হোস্টেল) নির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।
- সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১০টি বিদ্যালয়ের ৪তলা ভিতসহ ৩ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩১২টি মডেল বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও বই-পুস্তক সরবরাহ এবং ৩১২টি মডেল বিদ্যালয়ে ফার্ণিচার/আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।
- দেশের সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) আওতায় সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলে দুই ও তিনতলা বিশিষ্ট ৬২টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনসহ ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা দপ্তরসমূহের দাপ্তরিক ভবনের স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৩টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস ও ৩টি জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৩২৩টি সরকারি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, আইসিটি ল্যাব, অডিটোরিয়াম, হোস্টেল (পার্বত্য এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যকীয়) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

- 'নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে বিদ্যমান ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। এতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে লিফটসহ ৬ তলা নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ, বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, ছাত্রাবাস (পাবর্ত্য এলাকায়) ইত্যাদি নির্মিত হবে।
- ঢাকা শহরে ১১ টি সরকারি স্কুল ও ৬ টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা, খুলনা এবং সিলেটে ৭টি নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।
- রাজস্ব বাজেটে মেরামত মঞ্জুরী খাতের আওতায় ৪,৬৯৭টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০০ টি সরকারি কলেজ ও ৩২৩ টি সরকারি স্কুল যথাক্রমে ১,৮০৫ ও ৪,৬৪০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩২৩টি সরকারি বিদ্যালয়ে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের চাহিদা সাপেক্ষে শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, আইসিটি ল্যাব, প্রাচীর ইত্যাদি। অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র, ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার সামগ্রী, বই-পুস্তক, খেলাধূলার সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।
- ইতোমধ্যে ৩০০০টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন ও ৩২৫০টি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে (প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকায়)।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২০০টি সরকারি কলেজে একাডেমিক ভবন (পরীক্ষার হলসহ) নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ, আই.টি.ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য কম্পিউটার, আইবোর্ড ও বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প-এর মাধ্যমে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭ তলা বিশিষ্ট বৃহৎ এবং দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করে এ পর্যন্ত ৪টি বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪টি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২,০৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২,৯৪৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেরামত ও সংস্কারের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
- অর্থাৎ বর্তমান অর্থবছরে ১১,৪৯৫টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- 'সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ২০০টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।
- ৬৭৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে নতুন করে ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মিত হবে। বর্তমানে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। শীঘ্রই প্রতিটি বিদ্যালয়ে লিফটসহ ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।
- চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও রংপুর এই ৪টি বিভাগীয় শহর এবং জয়পুরহাট জেলা ও শ্রীমঙ্গলে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় নতুন করে ৯টি সরকারি বিদ্যালয় নির্মাণের প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে শীঘ্রই অনুমোদন হবে।
- কুমিল্লা, জামালপুর, নোয়াখালী, সিলেট জেলা ও ঢাকা মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যমান ৯টি সরকারি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬৪.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রণীত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার নবাব ফয়জুন্নেছা কলেজ, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, জামালপুর জেলার আশেক মাহমুদ কলেজ ও সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ জেলার সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, নোয়াখালী জেলার কবিরহাট কলেজ, সিলেট জেলার মদনমোহন সরকারি কলেজ ও ঢাকার হাজারীবাগে শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি কলেজসমূহে প্রতিষ্ঠানভেদে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ, শিক্ষক বাসভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রাচীর ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মিত হবে।
- গোপালগঞ্জ জেলার শেখ রাসেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ঢাকার সূত্রাপুরে শেরে

বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৬.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রণীত প্রকল্প শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন হবে। এতে শেখ রাসেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬-তলা একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, শিক্ষক ডরমেটরী নির্মাণসহ শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ে লিফটসহ ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মিত হবে।

- গোপালগঞ্জ জেলার রামশীল কলেজ, মাদারীপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু 'ল' কলেজ ও রাজবাড়ি জেলায় ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কলেজের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রণীত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনাধীন।
- ৫৫৪৭ কোটি টাকা প্রকল্প মূল্যের তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫০০ টি বেসরকারি কলেজের ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। তন্মধ্যে ৭৫৯ টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে বাকিগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।
- জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে ১৬৯০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন কাম এক্সামিনেশন হল, মাল্টিপারপাসভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, বিজ্ঞান ভবন, প্রশাসনিক ভবনসহ ২১৯টি স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান যা ২০১৯ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- নির্বাচিত ৩০০টি বেসরকারি কলেজে ছাত্রীনিবাস নির্মাণকল্পে ২১৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সৌদি সহায়তায় হাওর এলাকায় ১০টি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে ৬২৬ কোটি টাকার প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৯ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৭টি ক্যাটাগরিতে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ভবনগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো ৪ তলা ভবন, শহর এলাকায় ৬ তলা ভবন, পাহাড়ি এলাকায় Earth Protection সহ ৪ তলা ভবন, লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু ৪তলা ভবন, কোস্টাল এলাকায় নীচতলা খোলা রেখে Cyclone Shelter হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ৫তলা ভবন নির্মাণ, গবাদি পশু এবং Wheel Chair Bound জনগণের নিরাপদ উঠানামার জন্য র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা থাকবে। সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকবে এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে, বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী ভবন, চরাঞ্চল ও নদীভাঙ্গন কবলিত এলাকায় স্থানান্তরযোগ্য ভবন নির্মাণ, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য বিশেষ (ভৌত অবকাঠামো) ওয়াশ ব্লক, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক ব্যবহারের জন্য ওয়াশ ব্লকের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ, উপকূলীয় অঞ্চলে Rain Water Harvesting System এর মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে Water Filter এর মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতিটি ভবনেই ঢালু পাকা চাল থাকবে, পোড়া মাটির টালি ব্যবহার করা হবে। Disable শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প এবং স্বতন্ত্র টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, মেয়েদের জন্য কমনরুম এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকবে।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান অর্থবছরে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ সকল কাজ ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ই.ই.ডি.'র সকল টেন্ডার কার্যক্রম Decentralize করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় ঠিকাদারগণ অবাধে দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নাই এবং এতে টেন্ডার নিয়ে সংঘাত ও সংঘর্ষ বন্ধ হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা)

- ভোকেশনাল ও প্রিভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের জন্য সেসিপ প্রকল্পের আওতায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।
- 'অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৫৬১.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ের বিদ্যমান ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউটের অধিকতর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবছর ২৫০০০ ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ০১ লক্ষ শিক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট করা সম্ভব হবে।
- ৩৮৯টি উপজেলার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য প্রি-একনেক সমাপ্ত হয়েছে এবং একনেক এর জন্য অপেক্ষামান রয়েছে।
- কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, মৌলভীবাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১ টি করে মোট ৪টি পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ঢাকায় অবস্থিত টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বগুড়াস্থ ভোকেশনাল

টিচার্স ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট এ ১টি করে নতুন একাডেমিক কাম ওয়ার্কসপ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

- দেশে ৮ টি কারিগরি জোনে তিন তলা বিশিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডে ১৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ৭ তলা প্রেস ভবনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ঢাকা পলিটেকনিক, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক এবং বগুড়াস্থ ভি.টি.টি.আই.তে মোট ৩ টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে ।
- সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৫৩.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ৪-টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৭৮.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা ও রাজশাহী সার্ভে ইন্স্টিটিউটের অধিকতর উন্নয়ন এবং পটুয়াখালীর দশমিনা ও যশোরের মনিরামপুরে ২টি নতুন সার্ভে ইন্স্টিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।
- দেশের যে সকল জেলায় পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট নাই, এরূপ ২৩-টি জেলায় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে ৫২৭০.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রণীত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনাধীন রয়েছে।
- ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১৩-তলা ভবন নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে ১ম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কাজ চলছে। ২য় পর্যায়ে ৩৮৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ।
- সকল উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ১০০টির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
- ১ হাজার ৮শ মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১,৮০০টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান এবং গবেষণা

- বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২০০৯ সাল হতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিক্ষাতথ্য বিনির্মাণ ও সরবরাহ করার মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ব্যানবেইস উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছে।
- ব্যানবেইস কর্তৃক প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার করা হচ্ছে। ২০১৩ সন হতে online বার্ষিক শিক্ষা জরিপ চালু হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি বছর 'Bangladesh Education Statistics' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
- ব্যানবেইস এ স্থাপিত শিক্ষা সেক্টরের জাতীয় Data Ware House-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করে Interactive Database করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে। Online-এ পরিসংখ্যান সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ২০১৭ সন থেকে online-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- ২০১৩ থেকে অন-লাইনে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তথ্য আপডেট করা হয় এবং প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ২০১৭ সনে ৪১,৩১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনলাইন জরিপ করা হয়েছে।
- SEQAEP প্রকল্পের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৯ (নয়)টি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যানবেইস এই প্রকল্পের আওতায় ২৫০টি উপজেলার প্রায় ১২,৪২৮শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় PMT Validation এবং Compliance Verification এর কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০১৫ সনে ব্যানবেইসে MEW/SEQAEP MIS Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৬০ জন মনিটরিং ডাটা এনালিস্ট (এমডিএ) নিয়োজিত করে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় সেকায়েপ প্রকল্পের আওতাধীন ২১৫টি উপজেলার ৯৬০০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে ২০১৫ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ৫টি কমপ্লায়েন্স ভেরিফিকেশন জরিপ সম্পন্ন

করে রিপোর্ট করা হয়েছে। এছাড়া উপবৃত্তির জন্য আবেদনকারীগণের উপবৃত্তি যাচাইয়ের জন্য ২০১৫ ও ২০১৬ সালে নমুনা ভিত্তিতে মোট ২০,০০০ আবেদনকারীর বাসগৃহ পরিদর্শন পূর্বক এম-রিপোর্টিং এর মাধ্যমে বাসস্থানের ছবি সহ প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করে ২টি পিএমটি ভ্যালিডেশন করে রিপোর্ট করা হয়েছে।

- ব্যানবেইস কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন নির্দেশিকার "শিক্ষা ডিরেক্টরি" App প্রস্তুত করে Play Store-এ upload করা হয়েছে। এটি অনলাইন ও অফলাইনে ব্যবহার করা যায়।
- ব্যানবেইস কর্তৃক ব্যানবেইস লাইব্রেরিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও কলেজের ১৩টি লাইব্রেরিকে অটোমেশন করে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে উন্নীত করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস কর্তৃক বিগত ৪০ বছর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ১ লক্ষ ৫ হাজার শিক্ষা সংবাদ e-cliping করে web enable করা হয়েছে।
- টিকিউআই প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ ও ২০১৫ সনে মাধ্যমিক স্তরের ৩,২৭,০১৫ জন শিক্ষকের Database তৈরি করা হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগত মান যাচাই এর লক্ষ্যে ৭২১টি শ্রেণিকক্ষের ৪৭,৭৮৬ জন শিক্ষার্থীর শিখন পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস-এ ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার (DMC) স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং ই-লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস কর্তৃক প্রাথমিকোত্তর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের GIS আপডেট করা হয়েছে। App এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে সহজেই কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের তথ্য পাওয়া যায়।
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি (GARE) এর আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৩৬৮ টি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে ২৭৯টি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৯ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, নায়েম ও ব্যানবেইস কর্তৃক শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং গবেষণার প্রতিবেদন ওয়েবসাইট upload করা হয়েছে।

- UNESCO'র আর্থিক সহায়তায় ২০১৫ সনে ব্যানবেইস কর্তৃক দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Climate Change in Education for Sustainable Development (CCESD) শীর্ষক Study করা হয়েছে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ, শিক্ষা বোর্ড, দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে বিশ্বমানের একটি সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (IEIMS) প্রতিষ্ঠার প্রকল্প ১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ সমন্বিত ডিজিটাল প্লাটফর্ম সকলের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ ও অবাধ শিক্ষাতথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করবে। এতে Whole Government এপ্রোচে Civil Registration & Vital Statistics (CRVS) এর আলোকে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত হবে।
- ব্যানবেইসকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে এর প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালকের পদসহ ৭৯টি পদ এবং এর আওতাধীন UITRCE-তে ৪টি করে ৫১২টি পদ সৃজন করে লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে UNESCO'র CapEd কর্মসূচির আওতায় National Indicator Framework (NIF) ও National Strategy for Development of Education Statistics and Action Plan (NSDESAP) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ই.জি.পি., GIS এবং শিক্ষা জরিপসহ ব্যানবেইস-এর ২২টি সেবা অনলাইন-এ প্রদান করা হচ্ছে।
- শিক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত 'শিক্ষা তথ্য অ্যাপ' প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই এটি Play Store এ আপলোড করা হবে। এ থেকে যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে যে কোন সময় অতি সহজেই শিক্ষা তথ্য পাবেন।
- ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যানবেইস প্রায় ২০টি গবেষণা করেছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দূর্বলতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচনের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে আসছে।
- ব্যানবেইস কর্তৃক ছাত্র-শিক্ষক, অবকাঠামো ও ভূমিসহ যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের কাজ করা হয়। এ তথ্য ভান্ডার হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সহজে জানা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সংস্থাটির ৩৮তম সাধারণ

সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইন্‌স্টিটিউটের স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে এই ইন্‌স্টিটিউট ইউনেস্কো পরিচালিত 'মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষা', 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা' ইত্যাদি কার্যক্রমে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাই কাজ করার সুযোগ পাবে।

- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ স্বীকৃতি অর্জনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে ইউনেস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- ইউনেস্কোর ৩৭তম (২০১৩), ৩৮তম (২০১৫) ও ৩৯তম (২০১৭) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে (General Conference) বাংলাদেশ পর পর তিনবার UNESCO'র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচত হন।
- ইউনোস্কোর ৩৮ তম (২০১৫) ও ৩৯ তম (২০১৭) সাধারণ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে পরপর দু'বার বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইউনেস্কো'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ২০১৭ সালের ৫-৭ ফেব্রুয়ারি E-9 Ministerial Meeting of Education 2030 সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর প্রায় ৫৩% মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনেস্কো'র এই ফোরামের সম্মেলনে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়া অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ দুই বছরের জন্য চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন।
- শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এশিয়া-প্যাসিফিক এর পক্ষ থেকে Common wealth of Learning (COL) এবং Board of Governors এর সদস্য হয়েছেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের (For Outstanding Ccontribution in Education) জন্য শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদকে ২০১২ ও ২০১৭ সালে গ্লোবাল এডুকেশন কংগ্রেস 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি কমনওয়েলথ অব লার্নিং এর বোর্ড অব গভর্নরস এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
- লক্ষ্যমাত্রার তিন বছর পূর্বে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন করায় বাংলাদেশ সারাবিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে।

কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১২৫টি ইউআইটিআরসিই শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন পরিদর্শন করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

জব ফেয়ার ২০১৬ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

চাইনিজ স্কলারশীপ প্রোগ্রাম ২০১৮ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

শিক্ষা ডিরেক্টরি অ্যাপ ও অনলাইনে ইআইআইএন কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৮

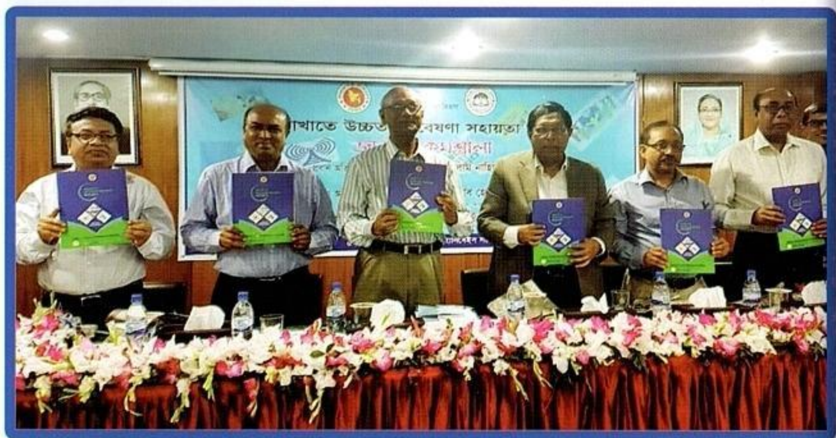

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল সম্বলিত প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ

৪৬তম গ্রীষ্মকালীন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

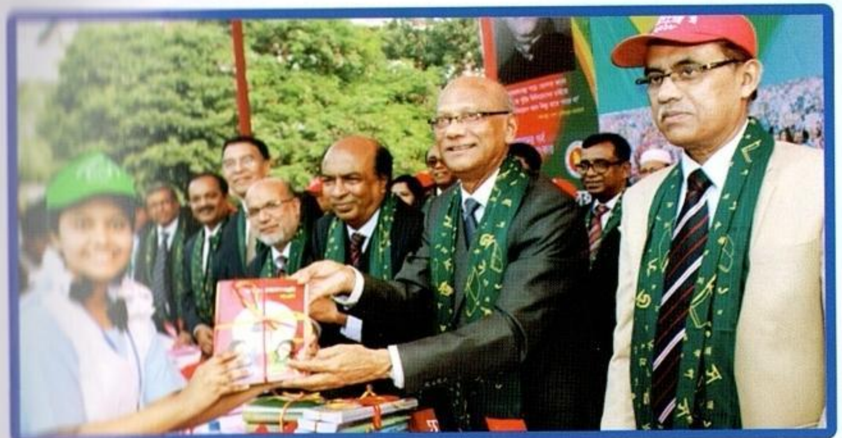

পাঠ্যপুস্তক উৎসব অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

'জাতীয় শোক দিবস' এর অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা পরিবারের কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

উৎফুল্ল শিক্ষার্থীদের মাঝে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভবনের নকশা উপস্থাপন

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভবনের নকশা

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন

গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড হাতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

ই-৯ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পাঠ্যপুস্তক উৎসব